

৯ই ডিসেম্বর ২০০৪, বৃহস্পতিবার । ২৫শে অগ্রহায়ন ১৪১১

সেমিনারে সুশীল সমাজের নেতৃত্বদ : দেশে বর্তমানে তালেবানি চেতনায় বিশ্বাসী ৫০ হাজার ইসলামি জঙ্গি সন্ত্রাস চালাচ্ছে

কাগজ প্রতিবেদক : সরকারি দলের শক্তিশালী নেতা, আমলা ও পুলিশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় দেশে মুসলিম জঙ্গি সংগঠনগুলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে তৎপর হয়ে উঠেছে। বর্তমানে দেশে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের প্রায় অর্ধলক্ষ কর্মী-সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। এর মধ্যে বাংলাভাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)-এর ৩০ হাজার ইসলামি জঙ্গি সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এছাড়া অপর দুটি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী (হাজি) এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা ঘোষণা দিয়ে সন্ত্রাস করছে। গতকাল বুধবার সিরডাপ মিলনায়তনে ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনারে সিএম শফি সামি মূল প্রবন্ধে এ তথ্য প্রকাশ করেন।

সেমিনারে বক্তারা হরকাতুল জিহাদের স্লোগান- 'আমরা সবাই হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগানিস্তান'-এর উদ্ধৃতির উল্লেখ করে বলেন, দেশে হরকাতুল জিহাদের প্রায় ১৫ হাজার সন্ত্রাসী রয়েছে যারা তালেবানি চেতনায় বিশ্বাসী। বক্তারা সেমিনারে দেশে মুসলিম জঙ্গিদের সন্ত্রাসী তৎপরতার কথা উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, একদিকে সরকার সন্ত্রাস দমনের নামে ক্লিনহাট অপারেশন, ক্রসফায়ারে র্যাভের মাধ্যমে একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে নিরীহ জনগণকে হয়রানি করছে। অথচ সরকার র্যাভের অন্তরালে এ ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। দেশে দিন দিন হত্যা, খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, এসিড নিক্ষেপ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি বেড়েই চলেছে। বক্তারা বলেন- আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তানের কাশ্মির এসব দেশের মতো এদেশেও মুসলিম জঙ্গিরা দ্রুত সংগঠিত হচ্ছে। গ্রেনেড ও বোমা হামলাসহ নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এরা পরিচালনা করছে।

বক্তারা ক্রসফায়ারে র্যাভের শতাধিক হত্যাকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সরকার যেটাকে ক্রসফায়ার বলছে তা মোটেও সঠিক নয়। এটা ক্রসফায়ার নয় বরং মার্ডার। চিতা, কোবরা, র্যাভ এসব বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাহিনী দিয়ে সরকার সন্ত্রাসী ধরার নামে রাজনৈতিক ফায়দা লুটছে।

এদিকে র্যাভের হাতে ক্রসফায়ারে নিহত একজনও ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের সন্ত্রাসীকে পাওয়া যায়নি বলে বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বক্তারা র্যাভের কর্মকাণ্ডকে সরকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের রূপ বলে উল্লেখ করেন। সেমিনারে ফাদার আর ডব্লিউ টিমসহ বিভিন্ন দেশের বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলো যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা দেশের জন্য হুমকি।

বক্তারা বলেন, দেশে বর্তমানে ২৮টির বেশি জঙ্গি সংগঠন রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে তালেবানি ও জঙ্গি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পও রয়েছে। কিন্তু দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সুরাষ্ট্রমন্ত্রী তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। বক্তারা বাংলাভাইকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নির্দেশ সম্পর্কে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও এখনো বাংলাভাই গ্রেপ্তার হয়নি। দেশে পুলিশ, আমলা ও সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের যোগসাজশে এসব জঙ্গি সংগঠন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করে বক্তারা বলেন, দেশে কোনো আইনের শাসন নেই, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, গণতন্ত্র আর সুশাসন বলে কিছুই নেই। বর্তমান সরকারের मदদে এসব ইসলামি জঙ্গিরা একের পর এক সন্ত্রাস করে যাচ্ছে। অথচ এর কোনো বিচার হচ্ছে না। র্যাভ এখন বিচারকের ভূমিকায়। সরকার বের করতে পারেনি ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা, ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর বোমা হামলাসহ একের পর এক বোমা হামলার ঘটনার উৎস। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে দেশে সন্ত্রাসের যাত্রা শুরু হয় বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া বক্তারা বলেন, যিনি অভি-নীরু আর বাবলুদের মতো নিরীহ মেধাবী ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন তিনিই এ দেশে সন্ত্রাসের বীজ বপন করেছেন। সে ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের সহযোগিতায় মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এ দেশে। ইসলামি সংগঠনগুলো সন্ত্রাসী তৎপরতায় সক্রিয় হয়ে উঠছে দিন দিন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, ফাদার আর ডব্লিউ টিম, সরদার আমজাদ হোসেন, ব্রিগেডিয়ার (অব.) শাহেদুল আনাম খান, মিস রোজালিন কস্টা, ড. অজয় কুমার রায়, এডভোকেট আব্দুল বাসেত মজুমদার প্রমুখ। এছাড়া অন্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন, ফিলিপাইনের আলফ্রেডো বোরলংগাম, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত ফ্লিট এরগিন, রাশিয়ার মিনিস্টার অফ কাউন্সিলর আন্দ্রে এ স্টারকোব এবং সিরডাপের পরিচালক।